দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

কিন্ডার গার্টেনের উপর আয়কর

প্রায় দু'সপ্তাহ আগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকার ৫০টি কিন্ডার গার্টেনকে আয়কর পরিশোধের নোটিশ দিয়েছেন। আরও ২০০'র মত কিন্ডার গার্টেনকে আয়কর প্রদানের জন্য নোটিশ দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

আয়কর পরিশোধের নোটিশে বলা হয়েছে ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ৯৩ ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত সংখ্যক কিন্ডার গার্টেনে কর-বছর (এসেসমেন্ট ইয়ার) ১৯৯২-৯৩-এর জন্য কর ধার্যযোগ্য আয়ের উপর এই কর দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাধীনতার পর থেকেই দেশে কিন্ডার গার্টেন গড়ে ওঠে। একটা মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী দেশে কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা বর্তমানে চার হাজার হবে এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৭ লাখ কিংবা ততোধিক দাঁড়াবে।

কিন্ডার গার্টেনগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রেজিস্ট্রেশনের কথা উঠেছে এবং এর পাঠ্যসূচী দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য টেক্সট বুক বোর্ডের শিক্ষাক্রম অনুসারে চালানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কিন্ডার গার্টেনকে সেগুলো মেনে চলতে হয়। এই লক্ষ্যে এ যাবৎ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা মাত্র ১৬৭টি।

কিন্ডার গার্টেনগুলোর বৈশিষ্ট্য হল, এগুলো বেসরকারী এবং বেশিরভাগই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত। কিন্ডার গার্টেনে নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতনের ক্ষেত্রে কোন অভিন্ন বেতন স্কেল নেই। এগুলো চলে পুরোপুরি ছাত্র-ছাত্রী বেতনের উপর নির্ভর করে। এর যারা মালিক তারা ব্যক্তিগতভাবে কিন্ডার গার্টেনের ব্যয়ভার বহন করে উদ্বৃত্ত আয়কে জীবিকার উৎস হিসেবে গণ্য করেন এটা কোন গোপন ব্যাপার নয়।

এ জন্য কিন্ডার গার্টেন এবং প্রি-ক্যাডেট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমালোচনাও হয়। বলা হয় যে, শিক্ষাকে ব্যবসার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার ভার পুরোটা সরকার বহন করতে পারছেন না-সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে সরকারী নীতি মনে রেখেও একথা বলা চলে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন হাজার ৪০-এর মত শিক্ষকের জীবিকার পথ করে দিয়েছে, তেমনি এর মালিকরাও এ দ্বারা নিজেদের জীবন নির্বাহের কথা ভেবেছেন। এক কথায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতই তাঁরা এখানে অর্থলগ্নী করেছেন কিন্তু এর শিক্ষাদান কার্যক্রমকে নিছক ব্যবসা বলা সঙ্গত নয়। দেশের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কিন্ডার গার্টেন কিছু অবদান রেখে আসছে।

যেখানে সরকার সকলের শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রাথমিক স্তরে এখনও করতে পারছেন না এবং বেসরকারীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ দেন, সেক্ষেত্রে কিন্ডার গার্টেনকে কোন ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মত গণ্য করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখা উচিত।

তারপরও কথা থেকে যায়। কিন্ডার গার্টেন ও প্রি-ক্যাডেট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন্ মন্ত্রণালয়ের অধীনে- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, না শিল্প মন্ত্রণালয়? সরকার কিন্ডার গার্টেনের জন্য ট্রেড লাইসেন্স দেয় না, ব্যাঙ্ক ঋণও দেয় না। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের বেতনের একাংশ সরকার বহন করেন, কিন্ডার গার্টেনের ক্ষেত্রে তা করতে হয় না। এদিক থেকে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা করছে। সেখানে তাদের উপর আয়কর ধার্যের নোটিশ আকস্মিকভাবে প্রদান কতটা যুক্তিগ্রাহ্য।

সবাই জানেন এবং সরকারও অবহিত আছেন যে, কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষা ব্যয়বহুল এবং যেহেতু নিজেদের অর্থসম্পদের উৎসের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং সমস্ত ব্যয় নির্বাহ শেষে তার আয়ের উপর আয়কর ধার্যের ব্যাপারটি আরও বিবেচনার দাবি রাখে।

তাদের যদি আয়কর দিতে হয়, তবে এই শিক্ষা ব্যয় ক্রমাগত বাড়বে। তবে যে কাজটি করা যেতে পারে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় করতে পারেন তা হল এখানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপযুক্ত বেতন- ভাতা পান কিনা তার দিকে নজর রাখা এবং তাঁদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করার জন্য একটা সর্বনিম্ন বেতন কাঠামো নির্ধারণ। কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষিত বেকারদের শোষণ করার প্রবণতা দেখা না দেয়, শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম যথাযথ অনুসৃত হয়, শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করে অধিক আয় করার প্রবণতা এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের পেয়ে না বসে। কয়েকটি ক্লাস রুম নিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কিন্ডার গার্টেন চালানো না হয় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ কিন্ডার গার্টেন কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করেন কিনা তৎসম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা দরকার। এক কথায় এগুলোর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজর দান এবং একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন।

যে দেশে সাক্ষরতার হার এখনও শতকরা ২২ ভাগ থেকে ২৬ ভাগের মধ্যে, সেখানে শিক্ষাব্যবস্থার উপর কোন না কোন ধরনের কর আরোপ সরকারের 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তাই শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতার স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং আয়কর প্রদানের এই আকস্মিক নোটিশ যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা নিরসনে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে আরও একটি বিষয়ের প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাহল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আয়কর প্রদানের নির্দেশ তো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে দেওয়া উচিত ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অপর পাঁচটি ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা কতটা ঠিক? শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে এ ধরনের কার্যক্রম শিক্ষা প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বলে আমাদের আশংকা হয়।